১৯৫৭ সালের ১৪ই ডিসেম্বর রাজ্য বিধানসভায় উদ্বাস্তু ত্রাণ দপ্তরের ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখেন কমিউনিস্ট বিধায়ক ও ইউ.সি.আর.সি-র নেতা বঙ্কিম মুখার্জি। এই বক্তব্যে রাজ্যে উদ্বাস্তু সমস্যা এবং সে সম্পর্কে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপ ফুটে উঠেছে। নিম্নে এই বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বয়ান সংযোজিত হলো —

সভামুখ্য মহাশয়, বাস্তুহারা পুনর্বাসন ব্যাপার পরিপূর্ণ বিফল হয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ প্রকাশ করবার কোনো অবকাশ নাই। এই ব্যাপারে বর্তমান সরকারের যে মূঢ়তা, অকর্মণ্যতা ও পরিকল্পনা-বিহীন অথচ জালজুয়াচুরি প্রবঞ্চনায় পরিপূর্ণ নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক ঘটনাবলি তা ইতিহাসে বিরল। অপব্যয়ের সীমা-পরিসীমা নেই এবং এই বিভাগের নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিগণের পক্ষে, কিছু কিছু ব্যবসায়ী দালালের পক্ষে অল্প লোক হলেও বাস্তুহারা এবং বাংলার জনসাধারণের কাছে এটা একটা নির্মম প্রহসনে পরিণত হয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে যে আত্মম্ভরিতা, হৃদয়হীনতা, আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব গত কয়েক বছর ধরে দেখিয়ে আসছেন তাতে বাংলাদেশ বর্বরতার পর্যায়ে নেমে এসেছে। রাস্তাঘাট, শিয়ালদহ স্টেশনে, বাস্তুহারা ক্যাম্পে সর্বত্র যে দৃশ্য আমরা দেখতে পাই তাতে সভ্য সমাজে সভ্য বলে পরিচয় দেবার আমাদের এতটুকুমাত্র অবকাশ নাই। এই অবস্থাতে আত্মম্ভরিতা এবং আত্মসন্তুষ্টিতে পরিপূর্ণ কতকগুলি কাকাতুয়ার মতো বুলি আওড়িয়ে তারা গত কয়েকবছর ধরে বলে চলেছেন এবং সেদিক থেকে নিজেদের দায়িত্ব অস্বীকার করবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। তাদের একটা বুলি হচ্ছে এই যে, পূর্ব পাঞ্জাবের মতো ঘটনা এখানে ঘটে নি। অর্থাৎ ঝঞ্ঝা, প্লাবন, তুষার স্রোতের মতো যদি বাস্তুহারা পশ্চিমবঙ্গে আসত— যেমন করে পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে পূর্ব পাঞ্জাবে এসেছে— তাহলে তার কি অসুবিধা হত? সেরকম একটা আক্ষেপ আমরা বার বার শুনতে পাই। এরকম প্লাবনের মতো যদি বাস্তুহারা আসত তাহলে কি সুবিধা হত? বরং আমি তো মনে করি অল্প

অল্প করে আসার ফলে তারা সময় পেয়েছেন। যদি তাদের হৃদয় থাকত, কোনো পরিকল্পনা থাকত, তাহলে পর এই যে সুযোগ পেয়েছেন গত দশ বছর ধরে তাতে এদের পুনর্বসতি হয়ে যেত— বহু সময়, যথেষ্ট সময় তারা পেয়েছেন। আমরা কি মনে করব? সরকার কি মনে করেন, পাঞ্জাবের পুনরাবৃত্তি হলে পর কি হত? এটুকু হত পূর্ব পাঞ্জাব থেকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সেই পরিমাণে বিতাড়িত হত— এটাই কি গভর্নমেন্ট চান? সেজন্য কি তারা বার বার আক্ষেপ প্রকাশ করেন যে পাঞ্জাবের ঘটনা বাংলায় ঘটেনি? সেজন্যই পুনর্বাসনের কষ্ট হচ্ছে কি? এই থেকে কি এই ধারণাই আসে না যে এটাই তাদের মনে মনে কামনা? কিন্তু আমি মনে করি যে বাংলা গর্বিত যে পাঞ্জাবের ঘটনা বাংলায় ঘটেনি। বার বার যে ধর্মান্ধকারীরা চেষ্টা করেনি, তা নয়, কিন্তু বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক মানুষ তা প্রতিরোধ করেছে। সেজন্য বাংলা গর্বিত এবং আজও ভারতবর্ষ দুনিয়ার সামনে নিজের ধর্মনিরপেক্ষ সেকুলার রাষ্ট্র বলে গর্বিত, তার আসল কারণ হল যে, পশ্চিমবাংলার মানুষ হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব সম্পন্ন। এটা কোনো অজুহাত হতে পারে না পুনর্বাসন ব্যাপারে। তারা যদি পরিকল্পনা করতেন, ১ লক্ষ লোকের জন্য পরিকল্পনা করতেন, তাহলে পর সেটা যদি ৩০ লক্ষে পরিণত হয়ে যায়, তাহলে পর শুধু প্রশ্ন থাকে সেটাকে থার্টি টাইম্‌স মাল্‌টিপ্লাই করার, ৩০ গুণ করে পরিকল্পনা করা ছাড়া আর কিছু নয়।

কিন্তু পরিকল্পনার কাঠামো ১ লক্ষ যা ১০ লক্ষও তাই, ৩০ লক্ষও তাই, শুধু অর্থের ব্যাপার। তারপর নতুন এক বুলি হয়েছে, আমরা কয়েক বছর ধরে শুনে আসছি স্যাচুরেশন পয়েন্ট— কবে কোথা থেকে কে নির্দেশ করলো যে স্যাচুরেশন পয়েন্ট, তার কোনো তথ্য আমরা পাইনি যে, এমন - কি যে রিপোর্ট তিনি সম্প্রতি দিয়েছেন তাতেও নতুন কিছু পাইনি স্যাচুরেশন পয়েন্ট কি। তারপরে আর একটা নতুন বুলি এখন এসেছে যে প্ল্যানিং পিরিয়ড এবং ফরেন এক্সচেঞ্জ কম। আমরা কি মনে করব যে বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের ব্যাপারটা— এটা পরিকল্পনার বাইরে, এটা অপরিকল্পিত, আনপ্ল্যানড্— প্ল্যানিং-এর সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই? আমি মনে করি যে, প্ল্যানিং কমিটি এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন এবং এটা প্ল্যানিং-এর ভেতরকার একটা ব্যাপার এবং ফরেন এক্সচেঞ্জের জন্য কি ভারতবর্ষের পরিকল্পনায় বড় কিছু আটকে আছে, তার মধ্যে প্রায়রিটি কি নেই? পূর্ববাংলা থেকে যে বাস্তুহারারা এসেছে তাদের ব্যাপারে কি প্রায়রিটি নেই? কিন্তু আমরা দেখতে পাই কি? আমরা দেখতে পাই সমস্ত ব্যাপারে যদি প্রুনিং হয়, ছাঁটাই হয় তাহলে পশ্চিমবাংলার উপর তা ঘটে থাকে। আমরা দেখতে পাই সমস্ত ব্যাপারে। রিফাইনারি যা হবে সমস্ত কমিটি নির্দেশ বাদ দিয়ে হবে বারাউনিতে, কলকাতায় নয়। ইলেকট্রিফিকেশন শিয়ালদহে বন্ধ হবে, হবে মোগলসরাই প্রভৃতি জায়গায়। এইরকম যদি কিছু ছাঁটাই হয় তাহলে দুর্গাপুরের কাজ স্থগিত থাকবে, ফারাক্কা

ব্যারেজ স্থগিত থাকবে— সমস্ত ব্যাপারেই পশ্চিমবাংলার উপর প্রুনিং হয়। কিসের জন্য এটা হবে? অথচ পশ্চিমবাংলা প্রব্লেম প্রভিন্সন বলে কুখ্যাত। ধিক্কার দিই এই গভর্নমেন্টকে। তাদের জোর নেই। দিল্লির সরকারকে তারা কোনো বিষয়ে বাধ্য করতে পারেন না। আমি মনে করি যদি এই গভর্নমেন্ট আমাদের সঙ্গে যোগ দিতেন তাহলে পর দিল্লির সাহায্যে নিরপেক্ষ পশ্চিমবাংলার যে পাট আছে, চা আছে তা যদি আমরা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করি তাহলে পশ্চিমবাংলার সম্পদ নিয়ে পশ্চিমবাংলা গড়ে উঠতে পারে। আজকে এই প্রদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি অর্থ লুণ্ঠিত হচ্ছে, অথচ প্রুনিং হয় এই পশ্চিমবাংলার উপর। তার পরের পয়েন্ট হচ্ছে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কোনো প্ল্যানিং ছিল না, ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত শুধু খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয়েছে এবং তা কি পরিমাণে দেওয়া হয়েছে— বাড়ি এবং ব্যবসার জন্য তাদের সাড়ে বারশো এবং সাড়ে সাতশো টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

এতে না হয়েছে মানুষের ঘরবাড়ি, না হয়েছে ব্যবসাবাণিজ্য। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাতে কি কাজ হয়েছে? একথা জৈন সাহেবও স্বীকার করেছিলেন। ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি হয়েছিল সেই কমিটির রিপোর্ট আজও প্রকাশিত হয়নি। মাননীয় সভাপাল মহাশয়, ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে দার্জিলিং-এ যে কনফারেন্স হয় তাতে যে সিদ্ধান্ত ও যে মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছিল তার একটাও কি এঁরা পালন করেছেন? যদি পালন করতেন, যদি তার নির্দেশ পালন করবার পর বলতেন যে, ৬০ লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন সহজসাধ্য নয়, আমরা এখন স্যাচুরেশন পয়েন্টে এসে গিয়েছি, আমরা আর করে উঠতে পারছি না, তিল ধারণের আর স্থান নাই, তাহলে না হয় একথার মূল্য ছিল। কিন্তু তাঁরা সেই মিনিস্টারিয়াল কমিটির কথা অবহেলা করেছেন। তাঁদের কথা ছিল তদন্ত করতে হবে, যে লোন দেওয়া হয়েছে, যে ডোল দেওয়া হয়েছে, অন্যান্য যা সাহায্য করা হয়েছে তাতে পুনর্বাসন হয়েছে কি না এবং সেটা ফলো আপ করতে হবে। কিন্তু এ পর্যন্ত কোনো নির্দেশই কার্যকরী করা হয়নি। তাঁদের কথা ছিল স্টেট ডেভেলপমেন্ট বোর্ড কোয়ার্টার্লি বসবে, এবং বসে কাজের হিসাবনিকাশ করবে। কিন্তু কাজে কি এটা হয়েছে? আমি মনে করি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যাপারটা যদি এইরকমভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায়, বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করা যায় তাহলে শুধুমাত্র পূর্ববঙ্গের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বিরোধ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। এবং অর্থের অপব্যয় ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় পুনর্গঠনের ভিতর দিয়েই একমাত্র পুনর্বাসন সম্ভব, তা না হলে সম্ভব নয়। কিন্তু সেই বোর্ড কখনো বসেছিল কিনা কিংবা কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কিনা জনসাধারণ জানেন না। আমাদের ধারণা সেই বোর্ড বসেনি। এঁরা বলেছিলেন, ১৯৫৫ সালের মধ্যে যে

সমস্ত পরিবার এসেছে তাদের ১৯৫৫ সালের মধ্যেই পুনর্বাসন করতে হবে— এই নির্দেশ ছিল, কিন্তু তা করেছেন এঁরা ১৯৫৬ সাল তো দূরের কথা, আজকে ১৯৫৭ সাল উত্তীর্ণ হতে চলল, এখন আমরা জানি শতকরা ৮০ জনের উপর লোক ক্যাম্পে আছে। ছয় মাসের মধ্যে ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে সরিয়ে দিতে হবে ওরকম কথা ছিল। তারপর, ইউনিয়ন বোর্ড স্কিমের কথা। এই ইউনিয়ন বোর্ড স্কিমের মাস্টারদের কত মাইনে দেওয়া হয়েছে? ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টরা কোনো কাজ করেছে কি? এই যে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট এবং স্কুল মাস্টারদের মাইনে দিয়ে কাজ করানোর চেষ্টা এটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে— এরকমভাবে পরিকল্পনাহীনভাবে কাজে হাত দেবার জন্য ইউনিয়ন বোর্ড স্কিমটা একেবারে অকর্মণ্য হয়ে গিয়েছে। আজকে শিয়ালদহ স্টেশনে আমরা যে সমস্ত লোক দেখতে পাই তারা এই স্কিম থেকে বঞ্চিত, এই স্কিম যে নিরর্থক হয়েছে এবং এজন্য কতগুলি টাকাও যে জলে গেল সেই কথা বলাই বাহুল্য। এতে বাংলাদেশের মুখ কলঙ্কিত হয়েছে। যারা বাকি থাকবে, যেমন ইনফার্ম, তাদের জন্য ইনফার্মারি করা হবে, সাইনবোর্ড দেওয়া হবে। এই হচ্ছে এই সরকারের কার্যের দৃষ্টান্ত। তারপরের কথা হল, এই সিদ্ধান্ত ছিল যে, ভ্যারাইটি অফ ওয়ার্ক, নানাপ্রকার কাজ সেখানে দেওয়া হবে। কিন্তু নানাপ্রকারের কাজের মধ্যে শুধুমাত্র ওয়ার্ক সাইট ক্যাম্পে রেখে মাটি কাটার কাজ। মাটি কাটাই একমাত্র কাজ যে বিষয়ে আমাদের মাননীয় বন্ধু প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় এক্সপার্ট, তাঁর যে টেস্ট রিলিফ তাতে গ্রীষ্মকালে মাটি কাটা হয় আর বর্ষাকালে তা সব ধুয়ে যায়। এভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যয় হচ্ছে। এই সমস্ত ক্যাম্পে একটু প্রাইভেসি রক্ষার ব্যবস্থা নাই, যদিও এ সম্পর্কে আমরা বার বার বলেছি। সেখানে কোনো মানুষের থাকা উচিত নয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই সমস্ত জায়গায়, ঘুঘুড়ি, কাশীপুর, কুপার্স ক্যাম্প ইত্যাদি জায়গায় মানুষের পর মানুষ, পরিবারের উপর পরিবার খোলা ঘরে পড়ে থাকে। কিছুমাত্র পারিবারিক গোপনীয়তার ব্যবস্থা নাই। এটাও কি আপনারা করতে পারেন না? সেখানে কথা ছিল টি-বি পেশেন্টদের বিচ্ছিন্ন করতে হবে, কিন্তু আজ পর্যন্ত একটা টি-বি পেশেন্টকে আপনারা বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছেন? এভাবে এক পরিবার থেকে অন্য পরিবারে ছড়িয়ে পড়ে ক্যাম্পে ক্যাম্পে আজকে টি-বি দেখা দিয়েছে। সভাপাল মহাশয়, এর সম্বন্ধে আর বেশি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলার সময় নাই। তবে একথা দৃঢ়কণ্ঠে বলতে পারা যায়, এঁরা যেসব কথা দিয়েছিলেন বাস্তবক্ষেত্রে তার প্রত্যেকটি অবহেলা করেছেন। তৎপরিবর্তে তাঁরা এমন ব্যবস্থা করেছেন যে, ওটাকে অব্যবস্থা বলাই ভালো। তাহেরপুরে তারা পাঠিয়েছেন চার হাজার ব্যবসায়ী একটা গ্রামে, যার ফলে দুই হাজারের বেশি লোক চলে এসেছে। আর বাকি দু'হাজার কেন সেখানে আছে, কি ব্যবসা তারা সেখানে করে তদন্ত

সাপেক্ষ। এই সমস্ত ব্যাপারেই আমরা দেখতে পাই, এঁরা এমন অকর্মণ্য যে কোনো ব্যবস্থাই তারা করতে পারেন না। আজ তাঁরা বলছেন, বাংলার বাইরে পাঠাবেন। বাংলার বাইরে পাঠালে কি অবস্থা হয় তা আমরা দেখেছি। আসামের কথা বলি— আসাম তো বাড়ির পাশে, সেই আসামে কিভাবে তাদের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। সম্প্রতি, আপনি জানেন, এবং হয়ত কাগজেও পড়েছেন, নওগাঁ জেলা, গোয়ালপাড়া জেলা ক্যাম্পগুলি থেকে উদ্বাস্তুদের পুলিস দিয়ে সীমান্ত পার করে দেওয়া হয়েছে। হাতি দিয়ে ক্যাম্পগুলি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। যদিও এই সভাকক্ষে এ নিয়ে প্রবল বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়েছে তবুও কি এই সরকারের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিকার করা হয়েছে তাদের এভাবে সীমান্ত পার করিয়ে দেওয়ারজন্য বা তাদের পাট, ধান ও অন্যান্য ফসল হাতি দিয়ে তছনছ করে দেওয়ার জন্য? আসাম সরকারকে বললে পর তাঁরা বলেন, আমরা জমি দিতে পারব না। ২০ বৎসরের লীজ ছাড়া আমরা বাড়ি করতে দিতে পারি না।

লক্ষ লক্ষ একর খাস জমি আসাম গভর্নমেন্টের হাতে আছে। সেই জমিকে পুনর্বাসন দিলে পর সমস্ত বাংলায় এখন পর্যন্ত যে লোক আছে, তাদের পুনর্বাসন দেওয়া যায়— একমাত্র আসামে। একথা পূর্বেও আমি এ্যাসেম্বলিতে বলেছি। তখন গভর্নমেন্ট দায়িত্ব নেন নি। প্রধানমন্ত্রীকে বলেছি— তিনিও দায়িত্ব নেননি। তিনি বলেছিলেন— আমি জানি না। এইরকম দেখতে পাই — বেতিয়াতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সেখানে ৪৭৫ জন পশ্চিমবাংলার লোককে ট্রেনে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বেতিয়ার ডিসট্যান্স ভাঙবার জন্য। যদিও এখনও তাদের ফিরিয়ে আনেননি। তারা তার পাঠাচ্ছে, টেলিগ্রাম করছে, তাদের যদি ফিরিয়ে আনা না হয়, তাহলে তারা অনশন করবে। উড়িষ্যায় কয়েকটা দ্বীপের মতো জায়গা করা হয়েছে যেখানে কোনো বসতি নাই, কটক শহরের বাইরে দুটো স্থানে খালি জায়গায় নালা ও নর্দমার মধ্যে পড়ে আছে। বাস্তুহারারা যদি নিজের দেশে নিজের জাতির ভেতর পশ্চিমবাংলায়ও সম্মান না পায়, বাংলা গভর্নমেন্ট যদি তাদের প্রতি ব্যথা অনুভব না করেন, সম্মান না করেন, আমরা যতই ভারতীয় ঐক্যের কথা বলি না কেন, সেইরকম ঐক্য গড়তে এখনো দেরি আছে। এখন পর্যন্ত বাঙালি হিসেবে, উড়িয়া হিসেবে, বিহার দেখতে পারে না। আসামে এখনো বাঙ্গালা খেদাও মুভমেন্ট চলছে, তারা বাঙালিকে দেখতে পারে না। তারা যদি আজ আমাদের দেশে, আমাদের ঘরে সম্মান না পায়, তাহলে কি করে বাস্তুহারারা আসামে, উড়িষ্যায় সম্মান পাবে?

এই সময় একটা কথা না বললে অন্যায় হবে। সেটা হচ্ছে মুসলমানদের পুনর্বাসনের ব্যাপার। মুসলমান যারা পাকিস্তান থেকে ফিরে এসেছে তারা এখনো বাড়িঘর ফিরে পায়নি। তাদের বাড়িঘর অমেরামত অবস্থায় থাকার দরুন ভেঙেচুরে

পড়ে যাচ্ছে। কোর্টে ডিক্রি পেলেও তা জারি হচ্ছে না। এতে পশ্চিমবাংলায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা বিরোধের বীজ রয়ে যাচ্ছে। গভর্নমেন্টের কি উচিত নয় তাদের বিকল্প ব্যবস্থা করা, তাদের বাড়িঘর মেরামত করে ঠিক করে রাখা? তারা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন রয়েছে। আমার কথা হচ্ছে— এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের যে অপব্যয়, তার ভেতর যে প্রবঞ্চনা, যে ঘুষ, তার কথা আমি আর না-ই তুললাম, সেটা সর্ববাদিসম্মত। অকল্যান্ড হাউসের বিরুদ্ধে দুর্নীতির বহু কথা উঠেছে। সে কথায় তাঁরা কান দেন না। তাঁরা বারবার বলেন কো-অপারেশন চাই অন্য পার্টির। কি কো-অপারেশন? মিনিস্টারের রিপোর্টে রয়েছে— আমরা হলুম এ ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড পলিটিক্যাল পার্টি। আমি বলি— এটা অত্যন্ত গর্বের কথা, আমি শ্লাঘার সঙ্গে তা স্বীকার করি আমাদের পার্টি বাস্তুহারাদের সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত। তাদের সম্বন্ধে গভর্নমেন্ট আজ ডিসইন্টারেস্টেড। কাজেই তাঁরা চান আমরাও তাদের সম্বন্ধে উদাসীন থাকি, ডিসইন্টারেস্টেড থাকি। কিন্তু উই আর ইন্টারেস্টেড — একথা আমরা গর্বের সঙ্গে বলি। তারা বলেন— এই সমস্ত লোককে এক্সপ্লয়েট করা হচ্ছে। আমি চার্জ করি— কেন, গভর্নমেন্ট কি তাদের এক্সপ্লয়েট করেননি? কেন গভর্নমেন্ট তাদের আজও পুনর্বাসন দেননি? তা যদি দিতেন তাহলে এই ৪০ লক্ষ লোকের ৮ লক্ষ পরিবার গভর্নমেন্টের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকতেন, তাঁরা গভর্নমেন্টের পেছনে থাকতেন। একটা অ্যাডভাইসরি কমিটি হয়েছে। তার নিয়ন্ত্রণে সামান্য কয়টি ট্রেনিং সেন্টার হয়েছে। আমরা চাই এই অ্যাডভাইসরি কমিটি আরো ব্যাপক হোক। আমরা চাই একটা ডেভেলপমেন্ট বোর্ড করা হোক, আমরা চাই একটা হাই পাওয়ার কমিটি করা হোক। তাতে চার-পাঁচজন মিনিস্টার থাকবেন— ইরিগেশন মিনিস্টার থাকবেন, ওয়ার্কর্স এ্যান্ড বিল্ডিংস-এর মিনিস্টার থাকবেন— ইন্ডাস্ট্রিজ এ্যান্ড কমার্সের মিনিস্টার থাকবেন, চিফ মিনিস্টার থাকবেন, রিলিফ মিনিস্টার থাকবেন। এইভাবে তাকে আরও ব্যাপক করা হোক। বাংলাদেশে পুনর্বাসনের আগে টেস্ট রিলিফের সঙ্গে সমন্বয় করা হোক। এটা আমরা চাই। কিন্তু তা করা হয় নাই। আমি এই কথা বলতে চাই— এইভাবে যদি চেষ্টা করেন এবং আর একটা ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি করেন তাহলে কাজ হতে পারে। নতুবা প্রফুল্লবাবু যে স্ট্যাটিস্টিকস্ দেন, তার প্রতি আমাদের বিশ্বাস নাই। আমরা চাই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং-এর জন্য ব্যাপকতর একটি কমিটি করা হোক। তাঁরা সিদ্ধান্ত করুন, তারপর যেন আমরা জানতে পারি যে, তাঁরা জমি পাননি। দু'লক্ষ বিঘা জমি তাঁরা স্বীকার করেছেন। সেই জমিতে— তাঁরা বলেছেন — বাধা আসে। এই বাধা আসতে পারে না যদি ওখানকার প্রজাদের সঙ্গে তাঁরা একটা ব্যবস্থা করেন। হয়তো বেশি সময় পেলে পর এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বলা যেতে পারে।

একটা গ্রামের যদি পাঁচ একরজমি ডেভেলপ করা হয়, তাহলে সেখানে ফলন দেড়া বাড়তে পারে। সেই গ্রামের লোকের সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করা হবে এইভাবে যে আমরা এই যে ডেভেলপ করব এর জন্য তোমাদের এতটা জমি ছাড়তে হবে। এ করা সম্ভব নয়। সমস্ত পার্টির সহায়তা নিয়ে এটা করা যেতে পারে।

তারপর শেষ কথা হচ্ছে— সমস্ত লোকে ভুলতে পারে, কিন্তু আমরা ভুলতে পারি না যে, পূর্ববাংলার প্রতিটি ঘরের অতীত বিপ্লবের জন্ম, আমরা ভুলতে পারি না মাস্টারদা সূর্য সেন ও তাঁর দলবলের কথা, আমরা ভুলতে পারি না সতীন সেনকে, আমরা ভুলতে পারি না পূর্ববাংলার যে বিপ্লবী মনোভাব ছিল, যা সমস্ত ভারতবর্ষকে এগিয়ে এনেছে, তার কথা। তার জন্য আমরা চাই না সেই বাঙালিকে ভ্রাম্যমাণ ইহুদির মতো, ওয়ান্ডারিং জুদের মতো রেণু রেণু করে কেউ ছড়িয়ে দেয়। আমরা তা সহ্য করতে পারি না। বাংলা মা'র শীর্ণস্তনে যেটুকু রস আছে তা ধরে তারা আঁকড়ে আছে, যতক্ষণ কুলাবে তারা এখানে থাকবে। কারো সাধ্য নাই তাদের সরিয়ে দেয়। যতক্ষণ না গভর্নমেন্ট তথ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, স্যাচুরেশন পয়েন্ট এসেছে ততক্ষণ তারা ছাড়া পাবে না। সমস্ত ভারতবর্ষ তাদের ভুলতে পারে, আমরা বাঙালি তাদের কিছুতেই ভুলতে পারি না। তারা আমাদের অস্থির অস্থি, একই মজ্জার মজ্জা, একথা আমরা ভুলতে পারি না। পশ্চিমবাংলার দুর্ভাগ্য— আমাদের ভাগ্য এমন একজন লোকের হাতে রয়েছে যার হৃদয় নাই, যার মমত্ববোধ নাই, যার বাঙালি বিপ্লবী মনোভাবে প্রতি দরদ নাই, যিনি পূর্ববাংলার সম্মান দিতে জানেন না। আমাদের দুর্ভাগ্য, দুর্ভাগ্য বাংলার, তার হাতে গভর্নমেন্ট আছে। অন্য কোন গভর্নমেন্ট হলে পর এর ব্যবস্থা ঢের বেশি ভালো হতে পারত।'

সূত্র : Selected speeches from proceedings of state ligislature of Shri Bankim Mukherjee (Ex-Member) and writings on him; Page 116-120; 1998; Library of the West Bengal Legislature.